# জামায়াতে ইসলামীর স্বরূপ-২

**মাওলানা আবুল কাশেম মোহাম্মদ ফজলুল হক**

চোখে ভালো দেখলেও আপনি কানে কম শোনেন। একথার অর্থ আপনি চোখে ভাল দেখেন কিন্তু কানে কোন ত্রুটি আছে বা হয়েছে বিধায় ভালভাবে শুনতে পাবেন না। অর্থাৎ আপনার অপরিপূর্ণ শ্রবণশক্তি। সহজ এ কথাটি বুঝতে রবি ঠাকুরের যোগ্যতার বিদ্যান হতে হয় না। একবার একটি ইসলামিক গবেষণা সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত 'বাংলাদেশে ইসলামী অনুশাসন ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা' শীর্ষক সেমিনারে আমি উপস্থিত ছিলাম। আলোচকদের কেউ একজন প্রবন্ধের সমালোচনা করে বললেন, 'প্রবন্ধটি' সমস্যার কথা পরিপূর্ণভাবে বললেও সম্ভাবনার দুয়ার পুরোপুরি খোলেনি। কথা এতটুকুই বলা ছিল। আলোচনাকারী আর যায় কই! কিছুটা আধুনিক জামায়াতী ওই প্রবন্ধকার তেড়ে উঠলেন অগ্নিমূর্তিতে। রাগে, ক্ষোভে টম এন্ড জেরীর কার্টুনের মত ফুঁসে উঠলেন তিনি। গো বেচারা আলোচক নিজের বক্তব্যে বরফ ঢেলেও সেমিনারের প্রাণ রক্ষা করতে পারেননি। সমালোচনার আঘাতে আহত প্রবন্ধকারের অসহিষ্ণুতা একরকম প্রায় গলায় ফাঁস দিয়ে মেরে ফেলার মতই শেষ করে দিল সাজানো সেই সেমিনারটিকে। অতিথিদের একজন ছিলাম আমিও। খাবার টেবিলে বসে না খেয়ে উপবাস করে আসার মত বক্তব্য না দিয়ে ফিরে আসতে খুবই খারাপ লাগছিল। তারপরও বাঁচা গেল। কারণ, অতিথির চেয়ারে বসে প্রবন্ধটি শুনে বক্তব্যে বলার জন্য আমিও যে কয়টি সমালোচনার পয়েন্ট মেমোরী কার্ডে বিন্যস্ত করেছিলাম, ভাগ্যিস যে সেমিনারের অপমৃত্যুতে শেষ পর্যন্ত আমার আর বক্তব্য দেয়া হয়নি! নয়ত একজন সুন্নী আলোচক হিসেবে আমার সমালোচনা তার গায়ে সাঁপের উপর বেজীর কাঁমড়ের মত অনুভূত হত এবং সেক্ষেত্রে আমিই হতাম তার বিষাক্ত প্রধান টার্গেট। 'প্রবন্ধটি সম্ভাবনার দুয়ার খুলতে যথেষ্ট নয়'- এই ছিল সমালোচনা। তাতেই প্রবন্ধকারের গায়ে আগুন লেগে গেল। উল্লিখিত প্রবন্ধের জন্য আলোচকের এই সমালোচনা যথাযথ কি না সে প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হল, প্রবন্ধকারের রাগান্বিত হওয়া নিয়ে। আলোচকের সমালোচনা এই নয় যে, প্রবন্ধে সম্ভাবনার কথা একেবারেই অনুপস্থিত; বরং তার দাবি হল, তাতে সম্ভাবনার কথা আছে তবে তা পরিপূর্ণ নয়। আর আলোচনাকারী সমালোচনা করেছেন প্রবন্ধের কিন্তু আগুন লাগল প্রবন্ধ যিনি লিখেছেন ঐ জামায়াতী লেখকের গায়ে!

দর্শক শ্রোতা, আমার প্রথম প্রবন্ধে আমি বলেছিলাম অহেতুক কাউকে অভিযুক্ত করা আমার কাজ নয়। একথাটি আবারও স্মরণ করিয়ে দিয়ে আপনাদেরকে জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মি. মওদুদী সাহেবের একটি বক্তব্য শুনাতে চাই। তবে বক্তব্যটি শোনার আগে ঐ সেমিনারের কথাটি আরও একবার স্মরণ করুন। মি. আবুল আলা মওদুদী লিখেছেন, 'কুরআনে কারীম নাযাত কে লিয়ে নেহী, বল্‌কে হেদায়াত কে লিয়ে কা-ফী হ্যাঁয়।' তাফহীমাত ১ম খণ্ড, ৩১৬ পৃষ্ঠা। অর্থ: 'কুরআন নাযাতের জন্য নয় বরং হেদায়তের জন্য যথেষ্ট। ব্যাকরণের জটিলতা থেকে অবমুক্ত করলে উপরিউক্ত বক্তব্যের সহজ সরল অনুবাদ হবে নিম্নরূপ :

১. পবিত্র কুরআন হেদায়তের জন্য যথেষ্ট।

২. পবিত্র কুরআন নাযাতের জন্য যথেষ্ট নয়।

সম্মানিত পাঠক, বক্তব্যটি আরও একবার লক্ষ্য করুন। মনে করুন, বাংলাদেশ টেলিভিশন বা অন্য কোন প্রচার মিডিয়ায় যদি এরকম একটি নিউজ আসে যে, জামায়াতে ইসলামী মানুষকে পরিপূর্ণ ইসলাম শিক্ষা দিতে পারে না বা যথেষ্ট নয়; অথবা জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্ব বা সংগঠন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট নয়, তাহলে তো পরদিনই বাংলাদেশ টেলিভিশনের নিরপেক্ষতা ক্ষুন্ন হয়েছে বলে প্রথম যে মিছিলটি হবে তা হবে জামায়াতের। বিটিভিকে অপরাধীর কাঠগড়ার দাঁড় করানোর জন্য নিজামীদের প্রথম কাজ হবে আদালতে মামলা ঠুকে দেয়া। অথচ পবিত্র কুরআনকে নাজাতের জন্য যথেষ্ট নয় বলার কত যুগ পেরিয়ে যাওয়ার পরও জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে কোন শাস্তি হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

প্রিয় পাঠক, আপনাদের বিবেকের কাছে একটি প্রশ্ন করি। পবিত্র কুরআন নাযাতের জন্য যথেষ্ট বললে তার জন্য সম্মান হবে না কি নাযাতের জন্য যথেষ্ট নয় বললে? আমার বিশ্বাস, বর্ণমালা শিক্ষা গ্রহণকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্ররাও

একথাই বলবে যে, কুরআন শরীফ নাযাতের জন্য যথেষ্ট নয় বললে পবিত্র কুরআনকে অসম্মান করা হয়। আপনারাও নিশ্চয় একমত হবেন। যদি তাই হয়, পবিত্র কুরআন নাযাতের জন্য যথেষ্ট নয় বললে যদি কুরআনটিকে অসম্মান করা হয়, তবে জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মি. মওদুদী সাহেবই হবে পবিত্র কুরআনের অবমাননাকারী এবং জামায়াতে ইসলামী হবে তার সেই শিক্ষা বাস্তবায়ন করার কপট ঠিকাদার। সালমান রুশদী 'দ্যা স্যাটানিক ভার্সেস্' লিখে পবিত্র কুরআনকে অসম্মান করার কারণে জামায়াতে ইসলামী প্রতিবাদ করেছিল। অথচ সেই জামায়াতে ইসলামী আপন ঘরেই যে সালমান রুশদীকে প্রতিপালন করছে! ইদানিংকালে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বিজাতীয় লেখকেরা প্রায়ই পবিত্র কুরআন সম্বন্ধে অবমাননাকর কথা লিখে চলেছে। তাদেরকে জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতার ভাবশিষ্য বললে অত্যুক্তি হবে বলে মনে হয় না। আল কুরআনের আলো ঘরে ঘরে জ্বালো-এটা জামায়াতের কমন শ্লোগান। কুরআন নাযাতের জন্য যথেষ্ট না হলে কুরআনের আলো পরিপূর্ণ হবে কিভাবে? আর কুরআনের আলো অপরিপূর্ণ হলে আলোর পরিপূর্ণতার জন্য অন্য কোন ধর্মগ্রন্থ থেকে আলো ধার নিতে হবে তা মওদুদী সাহেবকে জিজ্ঞেস করতে পারেন। তবে মওদুদী সাহেব কুরআনের অপরিপূর্ণ আলো নিয়ে কবরে গেলেন নাকি অন্য ধর্মগ্রন্থের আলো ধার নিয়ে পরিপূর্ণ আলোকিত! হয়ে প্রস্থান করলেন সে কথা জানতে আমার খুবই উৎসাহ জাগছে। পবিত্র কুরআনের প্রতি অবমাননাকর কিছু বলে মুসলমান হওয়া বা থাকা যায় কিনা তার সিদ্ধান্ত পাঠকের উপর ছেড়ে দিয়ে পরবর্তী আলোচনায় গেলাম।

কুরআন নাযাতের জন্য যথেষ্ট নয়' পবিত্র কুরআন সম্পর্কে এ রকম কথা কোন সাহাবী, তাবেঈ বা তাবে'তাবেয়ী বলছেন বলে আমার জানা নেই। পবিত্র কুরআনের কোনও আয়াতেও এরকম কোন কথা বলা হয়নি। মওদুদী সাহেব যেভাবে বলেছেন সেভাবে কোনও হাদীসেও নেই। তবে হাদীসকে পরিত্যাগ করার জন্য যারা শুধু কুরআনের কথা বলে তাদেরকে ভ্রান্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে আবু দাউদ শরীফের সহীহ্ হাদীসে। পূর্ববর্তী কেহই কুরআন সম্পর্কে যে কথা বলেন নি এমন একটা কথা বলে মি. মওদুদী নিজেকে জাহির করতে চাইলেন কিনা কে জানে। কুরআন নাযাতের জন্য যথেষ্ট নয়- কুরআন সম্পর্কে এ রকম রায় প্রদান করার মত আদালতের বিচারক হিসেবে মি. মওদুদীকে নিয়োগ দিয়েছে কে? কুরআন আল্লাহর কালাম। এটা নাযাতের জন্য যথেষ্ট নয় বললে তার অর্থ হয় আল্লাহর এই পবিত্র কালাম মানুষের নাযাতের জন্য যথেষ্ট নয়। মানবতার নাযাত দিতে যথেষ্ট নয় এমন কথাগুলো আল্লাহপাক নাযিল করলেন যা মওদুদী ব্যতিত জমিনের নিচে কোন মানুষ তো দূরের কথা, স্বয়ং সাহেবে কুরআন তথা আমাদের নবীর চোখে পর্যন্ত ধরা পড়েনি। বড় সাংঘাতিক কথা! শেক্সপিয়ারের উপন্যাস নয়-মওদুদীর পরীক্ষাগার পবিত্র কুরআনের ডায়াগনসিস হয়ে ফাইনাল রিপোর্ট বের হল 'কুরআন নাযাতের জন্য নয়'। তবে কেন এমন হল! আল্লাহ পাকের সকল গুণাবলীই তো পরিপূর্ণ। তবে কেনইবা তিনি এমন একটা গাইড লাইন আমাদেরকে দিলেন যা আমাদেরকে রক্ষা করতে যথেষ্ট নয়? স্রষ্টার কাছে এর কৈফিয়ত তলব করার সাহস মওদুদী ছাড়া আর কারো আছে বলে আমার মনে হয় না!

'কুরআন নাযাতের জন্য যথেষ্ট নয়'-এ কথার অর্থ নাযাতের পরিপূর্ণতার জন্য বা পরিপূর্ণভাবে নাযাত দেয়ার ক্ষেত্রে কুরআন অন্য কিছুর মুখাপেক্ষী। পরিপূর্ণ নাযাতের যাবতীয় তথ্য উপাত্ত কুরআনে নেই। মি. মওদুদীর একথার বিপরীতে কুরআনের ঘোষণা হল 'তিবইয়ানান লিকুল্লি শাঁই'। অর্থাৎ কুরআনে সকল কিছুর বিশদ ব্যাখ্যা আছে। তার অর্থ, অন্য সকল ইস্যুর ন্যায় মানবতার মুক্তির তথা নাযাতের সকল তথ্য-উপাত্ত ও বিশদ ব্যাখ্যা পবিত্র কুরআনে আছে। আর মি. মওদুদীর মতে পবিত্র কুরআন আমাদের নাযাতের জন্য যথেষ্ট নয়। তাহলে পরিপূর্ণ নাযাতের জন্য আর কি কি প্রয়োজন তা নির্ধারণ করে মওদুদী সাহেব কুরআনে তা সংযোজন করে দিলেই পারেন। এ যুগের তসলিমা নাসরিনরা পবিত্র কুরআনের সম্পাদনার দাবি তুলে মওদুদীর রেখে যাওয়া এজেন্ডা বাস্তবায়নের মহৎ! দায়িত্ব পালন করেছেন মাত্র। 'কুরআন আমাদের নাযাতের জন্য যথেষ্ট নয়' জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মি. মওদুদীর এ রকম বক্তব্য হজম করেও বর্তমানে জামায়াতে ইসলামীর নেতারা বিভিন্ন সভা সমাবেশে বলে বেড়ায় কুরআন আমাদের মুক্তির সনদ। এ রকম সাংঘর্ষিক বক্তব্যকে প্রতারণা ছাড়া আর কি বলা যায়? মওদুদী সাহেবের কথায় আবারও ফিরে আসি। কুরআন আমাদের হেদায়তের জন্য যথেষ্ট, নাযাতের জন্য যথেষ্ট নয়। তার মানে কুরআনের মাধ্যমে একজন মানুষ পরিপূর্ণ ও চূড়ান্ত হেদায়াত লাভ করে চূড়ান্ত মুক্তি নাও

পেতে পারে। কুরআনের মাধ্যমে হেদায়ত পাওয়া মানে আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়াত লাভ করা। পাঠক, আপনারাই বলুন, আল্লাহ পাক যাকে চূড়ান্ত হেদায়াত দান করেন এবং তা পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে তবে তাঁর মুক্তির জন্য আর কি প্রয়োজন? আল্লাহর চুড়ান্ত হেদায়াতের পর চূড়ান্ত মুক্তি হবে না? তাহলে কি আল্লাহ পাক হেদায়াত দান করেন, কুরআন যাকে হেদায়াত দান করে এই হেদায়াত তার মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়?? 'কুরআনে কারীম নাযাত কে লিয়ে নেহী বলকে হেদায়াত কে-লিয়ে কাফী হ্যায়।'

মানে, পবিত্র কুরআনের আলোকে পরিপূর্ণ হেদায়াত লাভ করার পরও চুড়ান্ত নাযাত পাওয়া হল না। কুরআনের চুড়ান্ত হেদায়াতের পরও যদি চুড়ান্ত মুক্তি পাওয়া না যায় তবে চুড়ান্ত মুক্তির জন্য কুরআনের সাথে আর কি প্লাস করতে হবে তার জবাব দেয়ার দায়িত্ব মওদুদী সাহেবের। ভাবে সাবে মনে হয় অংকটা এমনযে, কুরআন প্লাস জামায়াতে ইসলামী ইকুয়াল টু চুড়ান্ত মুক্তি!!! আল্লাহ প্রদত্ত পবিত্র কুরআনকে হেদায়াতের জন্য যথেষ্ট বলে নাযাতের জন্য যথেষ্ট নয় বলা ঔদ্ধত্য ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ, ইসলামের দর্শন হল চূড়ান্ত হেদায়তের মাধ্যমেই মানুষের চূড়ান্ত নাযাত নিশ্চিত হয়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, তাঁরা তাঁদের প্রভুর পক্ষ থেকে হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁরাই চুড়ান্তভাবে সফলকাম। [সূরা বাক্বারা, আয়াত-৫]

কুরআনের মাধ্যমে হেদায়াত পাওয়া মানেই আল্লাহর হেদায়াত লাভ করা। আল্লাহর চুড়ান্ত হেদায়াত লাভ করেও যদি তা নাযাতের জন্য যথেষ্ট না হয় তবে এই ব্যর্থতার দায়ভার মি. মওদুদী কার কাঁধে চাপাবেন তা তিনিই ভাল জানেন। আমরা শুধু দু'হাত তুলে আল্লাহর শানে এই রকম নির্লজ্জ কথা বলা থেকে তাঁরই পবিত্র দরবারে পানাহ কামনা করছি। তিনি আমাদের রক্ষা করুন।

কেউ হয়ত বলতে পারেন, কুরআনে কারীম নাযাতের জন্য যথেষ্ট নয় মওদুদীর এ কথার অর্থ হল নাযাতের জন্য কুরআনের সাথে সুন্নাহর দিক নির্দেশনাও প্রয়োজন; অথবা অর্থ এই যে, কুরআনের সাথে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর সুপারিশ নাযাতের জন্য অপরিহার্য। মি. মওদুদী এই অর্থে যদি কুরআনকে নাযাতের জন্য যথেষ্ট নয় বলে থাকেন, তবে এই একই অর্থে কুরআনকে হেদায়াতের জন্য যথেষ্ট বলা যাবে না। অথচ তিনি তা বলেছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নির্দেশনা ছাড়া বা পবিত্র হাদীসের নির্দেশনা ব্যতীত কুরআন কারীম হেদায়াতের জন্য যথেষ্ট হলে একই কারণে তা নাযাতের জন্যও যথেষ্ট হবে এবং নাযাতের জন্য যথেষ্ট নয় বললে হেদায়াতের জন্যও যথেষ্ট নয় বলতে হবে। উপরন্তু মওদুদীদের হলুদ চশমায় মানবতার শাফায়াতকারী নবীকে পরের কল্যাণ-অকল্যাণ করাতো দূরের কথা নিজের কল্যাণ-অকল্যাণ করার ক্ষমতাও রাখেনা। সে রকম নির্বিকার একজন মানুষের মত দেখায়। (নাউযুবিল্লাহ)।

পাঠক, সেমিনারের কথা এতক্ষণ বেবাক ভুলে ছিলাম। বেছারা আলোচক তাঁর বক্তব্যে প্রবন্ধকারের প্রবন্ধ সম্ভাবনার দুয়ার খুলতে যথেষ্ট নয় বলার কারণে আধুনিক জামায়াতী লেখক আহত বাঘের মত বেসামাল হয়ে সেমিনারের বক্ষ বিদারণ করে শেষ করে দিলেন। জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মি. মওদুদী কর্তৃক মহাপরাক্রমশালী মহাজ্ঞানী রাব্বুল আলামীনের প্রদত্ত ত্রিশ পারা সম্বলিত বিরাট এই প্রবন্ধ মহাগ্রন্থ আল-কুরআনকে নাযাতের জন্য যথেষ্ট নয় বলার পরও জামায়াতে ইসলামীর হার্ট এটাক তো দূরের কথা থার্ম মিটার দিয়ে কেউ জামায়াতের সাধারণ মেডিকেল চেকআপও করল না!!! আরেকটি রিদ্দার যুদ্ধের জন্য দৃঢ়চেতা আরেকজন আবু বকর সিদ্দিকের পূর্ণরার্ভিভাবের অপেক্ষায় থাকলাম আমরা!!!

*[চলবে]*